রাজসাক্ষী হয়ে সাবেক আইজিপির ক্ষমা আদালতের হাতে: প্রসিকিউটর তাজুল ইসলাম

সংগৃহীত ছবি

৫ আগস্টের সরকার পরিবর্তনের পর থেকে চলমান আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের শুনানিতে চাঞ্চল্যকর জবানবন্দি দিয়েছেন সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুন। মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) ট্রাইব্যুনালের শুনানিতে তিনি আন্দোলন দমনে অতিরিক্ত বল প্রয়োগের মাধ্যমে ছাত্র-জনতাকে হত্যার ঘটনায় নিজের অনুশোচনা প্রকাশ করেছেন এবং ক্ষমা চেয়েছেন।

শুনানি শেষে ট্রাইব্যুনালের চত্বরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন চিফ প্রসিকিউটর তাজুল ইসলাম। তিনি জানান, সাবেক আইজিপি নিজ বিবেকের তাড়নায় এই অপরাধ স্বীকার করেছেন এবং রাজসাক্ষী হওয়ার জন্য আবেদনও করেছিলেন। তিনি বলেন, "তিনি ক্ষমা পাবেন কি না, সেই সিদ্ধান্ত আদালত নেবে। এখানে প্রসিকিউশনের কোনো ভূমিকা নেই।"

চিফ প্রসিকিউটর আরও বলেন, সাবেক আইজিপির দেওয়া সাক্ষ্যটি একটি অকাট্য ও অপ্রতিরোধ্য দলিল। এটি শুধু জুলাই-আগস্টের ঘটনা নয়, বরং গত ১৫ বছরে বাংলাদেশে যত গুম-খুন হয়েছে, তার বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী প্রমাণ হিসেবে কাজ করবে। "বিশ্বের কোনো আদালতেই এই সাক্ষ্যকে দুর্বল প্রমাণ করার সুযোগ নেই," তিনি যোগ করেন।

এর আগে, জুলাই হত্যা মামলায় শেখ হাসিনাসহ তিনজনের বিরুদ্ধে রাজসাক্ষী হিসেবে জবানবন্দি দেন সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুন। এর মাধ্যমে আজকের মতো সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ হয়েছে। আগামীকাল বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) এই মামলার জেরা অনুষ্ঠিত হবে।